ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজের সূচক

জয় রে জয় রে জয় শ্রীগুরু করুণালয়
প্রভু মোর শ্রীল রামদাস।

প্রাণ ভরে জয় দাও ভাই
শ্রীগুরু করুণালয়ের ঐ
জয় প্রভু রাম গুণমণি
কেবল কৃপার খনি ঐ
জয় জয় প্রভু রাম
অধমতারণ পতিতপাবন ঐ (মাতন)

জীবেরে করুণা করি পাঠাইলা গৌরহরি
নিজ কৃপা শক্তির প্রকাশ।।

যেন স্বরূপ ধরে এসেছিল
গৌরাঙ্গের কৃপাশক্তি ঐ
কলিজীব উদ্ধারিতে ঐ (মাতন)

কিবা সে মুরতিখানি

যে দেখেছে সেই তো জানে
সে তো বলে বুঝাবার নয় গো ঐ
সে চিতচোরা মুরতিখানি ঐ
সেই পাগল-করা মুরতিখানি ঐ
প্রাণে প্রাণে সদাই কাঁদছে

আর কি দেখা পাব বলে ঐ (মাতন)

কিবা সে মুরতিখানি প্রেমে গড়া হেন মানি

সুউজ্জ্বল শ্যামলবরণ।

যেন হৃদয়ে সদা বিহরিছে

গৌর শ্যাম একাধারে ঐ

উজ্জ্বল বরণ বন্ধু শ্যামল রাধারমণ ঐ

সুউজ্জ্বল শ্যামল বরণ

শিরীষ কুসুম জনু সুকোমল স্নেহ তনু

সুবলিত সুঠাম গঠন।

তারই তো অনুভব আছে

সে কোমল অঙ্গ পরশ যে পেয়েছে ঐ

রসে তনু ঢর ঢর

রঙ্গিয়া রসিয়া হৃদে ধরি

রঙ্গিয়া নিতাই রসিয়া গৌর ঐ

রসে তনু ঢর ঢর গোরা প্রেমে গরগর

চলনে নটন ভ্রম হয়।

নাটুয়া মুরতি হৃদে ধরি

চলে যেতে নেচে যায় গো ঐ

চলনে নটন ভ্রম হয়।

রাতুল চরণ দুটি তাহে জীব পড়ে লুটি

লক্ষ লক্ষ লভিল আশ্রয়।।

কটি তটে বহির্বাস আদর্শ গৌরাঙ্গ দাস

ডোর কৌপীন শোভে তায়।

পরিসর বক্ষোপরে বিহরে শ্রীনামাক্ষরে
শ্রীমন্দিরে যেন গোরারায়।।
বাহুর দোলন যেন করিকর দোলে হেন
কলি জীব উদ্ধার লাগিয়া।
কণ্ঠেতে তুলসীমালা ঘুচাইতে ত্রিতাপজ্বালা
দাস হতে সাধ জাগাইয়া।।
অকলঙ্ক মুখশশী জীবের মরমে পশি
পাপতাপ তিমির নাশ হয়।
বচন অমিয়াক্ষরে মৃদু হাসি মনোহরে
লোচনেতে আনন্দ আলয়।।
অপরূপ সেই হাসি সুধা ঢালে রাশি রাশি
(তাহে) পূর্ণশশী কিরণের শোভা।
নয়নে প্রেমের ধারা মন্দাকিনী ধারা পারা
চাহনিতে জগমনোলোভা।।
তারই প্রাণ চুরি করেছে
একবার যার পানে চেয়েছে ঐ
সে জন্মের মতো বিকাইছে
দেহ গেহ পাশরিয়ে ঐ
প্রভু তোমার হলাম বলে ঐ (মাতন)
তাহাতে করুণদৃষ্টি কৃপাধারা করে বৃষ্টি
লভে ইষ্ট যাহে জগজনে।
ললাটে তিলক শোভে হেরি ভাগে মনোক্ষোভে
কলিরাজ অনুচরগণে।।

মুণ্ডিত শ্রীশিরোপরে শিখাবলি শোভা করে
শ্রীমন্দিরে জয়ধ্বজাসম।
অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবভূষা নিরবধি
শ্রীঅঙ্গেতে শোভে মনোরম।।
যে দেখেছে সেই তো জানে
বলে বোঝাবার নয় গো ঐ
সেই ভাবাবিষ্ট মুরতিখানি ঐ
তার হৃদয়ে আঁকা আছে
কতই গুণের প্রভু আমার
কিবা জানি কিবা বলি ঐ
জেলা ফরিদপুর নাম কুমারপুর ধন্য গ্রাম
মহাতীর্থ বিধি নিরমিলা।
শ্রীদুর্গাচরণ নন্দন সত্যভামা দেবী প্রাণ
প্রভু মোর যাঁহা প্রকটিলা।।
শুভ আবির্ভাব ক্ষণ হইল সব সুলক্ষণ
সর্বাগ্রে আইল শ্রীচরণ।
কেবা তখন ভেবেছিল তরাতে তরণী এল
পাপী তাপী লভিবে শরণ।।
কিশোর বয়সকালে জগবন্ধু সঙ্গফলে
ত্যজি গৃহ গেলা ব্রজপুর।
তাঁহা প্রভু জগদ্বন্ধু প্রেমদাতা কৃপাসিন্ধু
কৃপা তারে করিলা প্রচুর।।

সযতনে কাছে রাখে আদরে শারিকা ডাকে
পিতৃদত্ত নাম শ্রীরাধিকা।
রাধানাম যদি লয় প্রেমে মুরছিত হয়।
রাধা নাম বলতে নারে
গুণের প্রভু জগবন্ধু ঐ
রাধা নাম উচ্চারণে মুরছিত হয় ঐ
তাই নাম ফিরাইয়া ডাকে
রামী রামা রাম বলে ঐ
কভু বা শারিকা বলে ঐ
তাই প্রভু ডাকয়ে শারিকা।।
শুধু কি শারিকা কয় কত ভাব উপজয়
হেরে তাহে নানা ভাবোল্লাস।
কভু রামা বলে তারে কভু রামী সমাদরে
কভু সুখে ডাকে রামদাস।।
আপন ভোগের যত রচি পদ শত শত
কীর্তন করায় রামদাসে।
অপরূপ সে কীর্তন কণ্ঠস্বরে হরে মন
প্রেমধারে তনুমন ভাসে।।
হেরি বন্ধু মুগ্ধ হয় আপনি মৃদঙ্গ লয়
দুই লীলা করে আস্বাদন।
ব্রজ নদীয়া লীলা যা শুনে গলয়ে শিলা
ভুঞ্জাইয়া নিজ ভোগ্যধন।।

বন্ধু কৃপা ভোগ করি প্রভু কহে হরি হরি
মিলে তাহে রসের সন্ধান।
অতি ব্যাকুলিত হিয়া দেহধর্ম পাশরিয়া
সেবে বন্ধু, দিয়ে মনপ্রাণ।।
নিতি নিতি উৎকর্ষ নেহারি বন্ধু হরিষ
বন্ধু মনে মনে বিচারিলা।

প্রভু জগদ্বন্ধু মনে ভাবে
প্রাণপ্রিয় রামের চেষ্টা দেখে ঐ
এ তো সামান্য মানুষ নয়
এর ভাব দেখে মনে হয় ঐ
যেন মুরতি ধরে এসেছে
এই কলিজীব উদ্ধারিতে ঐ
শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাশক্তি ঐ (মাতন)

শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাশক্তি সুনিশ্চয় ধরি মূর্তি
জীব লাগি জগতে আইলা।।
যুগল উজ্জ্বল রসে আত্মহারা রাম দাসে

উপযুক্ত পাত্র দেখে
নাম প্রেম প্রচারের ঐ

(বলে) এ-জীবন অপরের জন্য।
জীবের যে দেখে দায় খাওয়াইয়া যেবা খায়
এ-মহীতে জন্ম তার ধন্য।।

তারে তো মানুষ কয়
খাওয়াইয়া যেবা খায় ঐ

এ-জগতে মানুষ সে
পরের দুঃখে দুঃখী যে ঐ
আপনি ভজে ভজায় যে ঐ

শুনিয়া বন্ধুর বাণী প্রভু মোর গুণমণি
সুসিদ্ধান্ত মনে বিচারিয়া।
গোপনে শপথ করে জীবের কল্যাণ তরে
আপনারে দিব বিলাইয়া।।
তবে কতদিন পরে প্রাণ রামে সাথে করে
আসি বন্ধু কলিকাতাপুর।
শ্রীরামবাগানে স্থান তাঁহা কৈলা অবস্থান
জীবের করিতে দুঃখ দূর।।
কহিলেন—প্রিয় রাম পূর্ণ কর মনস্কাম
দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া।
আজ্ঞা পেয়ে প্রভু মোর ভাব প্রেমে হয়ে ভোর
নাম দেন যাচিয়া যাচিয়া।।
সেই রামবাগানেতে নিত্যানন্দ স্বভাবেতে
সেই কালে ভৈরব গোসাঞি।
ডোমেদের গতি লাগি হরিনাম ভিক্ষা মাগি
ভ্রমিলেন প্রতি ডোম ঠাঁই।।
বহুজন উদ্ধারিলা, (নিতাই) গৌর নামে মাতাইলা
দেখে বন্ধু হইলা হরষিত।
গোসাঞির শ্রীচরণে বিকাইতে কায়মনে
প্রিয় রামে করিলা ইঙ্গিত।।

এক নিশা মধ্যভাগে প্রভু মোর অনুরাগে
তাঁর পদে যাচে কৃপাকণা।
(তখন) গোসাঞি হিয়ার ধরি স্নেহে তারে শিষ্য করি
পুরাইলা মনের বাসনা।।

কানে মহামন্ত্র দিলেন
গোঁসাই শ্রীভৈরবচন্দ্র ঐ
রামদাসে কোলে করি ঐ

কিছুকাল রাখি পাশে প্রাণপ্রিয় রামদাসে

সাবধান করে দিলেন
প্রাণপ্রিয় রামদাসে ঐ
প্রভু ভৈরব গোসাঞি ঐ
সাবধানে থেকো রাম
পথে তিনজনের দেখা হবে
ভক্তিপথ ভুলাইতে ঐ
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ঐ
সাবধান করে দিলেন
ইঙ্গিত করে পাঠাইলেন
প্রাণের বন্ধু জগৎ বন্ধু ঐ
শ্রীরাধারমণ নিকটে ঐ
সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হবে বলে ঐ

শ্রীরাধারমণে সমর্পিল।
অপরূপ সে মিলন সবার হরিল মন

বহুদিন থেকে খুঁজতেছিলেন
প্রভু রাম প্রাণে প্রাণে ঐ

যদি এমন সঙ্গী পাই
খাইয়া খাওয়ায় যেই ঐ
আচম্বিতে হইল মিলন
মধুর নবদ্বীপে ঐ

সে মুরতি দেখিয়া চিনিল।
খাইয়া খাওয়ায় যেই দেখিলেন এই সেই
প্রভু নিতাই হৃদয়ে ধরিয়া।
পতিততারণ তরে ফিরে জীবের দ্বারে দ্বারে
কাঙ্গাল বেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
শ্যামল কোমল কায় পুলক কদম্ব তায়
প্রতি অঙ্গে ভাব বিভূষণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ বলি সদা কাঁদে ফুলি ফুলি
প্রেমাবেশে মধুর নর্তন।।
তাঁর সনে শুভক্ষণে মিলিলেন সুলগনে
নয়নে নয়নে প্রাণে প্রাণে।
আয় ভাই রাম বলি রাধারমণ বাহু তুলি
ধাইয়া করিলা আলিঙ্গনে।।
অপরূপ সে মিলন সবার হরিল মন
(তাহে) পহিলহি রাগ উপজিল।
দয়াল সে রাধারমণ আর তাঁর যত গণ
সবে তারে বহু কৃপা কৈল।।
প্রভু মোর গুণধাম যেন দৈন্য মূর্তিমান
সবাকার চরণে বন্দিলা।

রাধারমণ আদেশে প্রভু মোর প্রেমাবেশে
সুমধুর কীর্তন ধরিলা।।
স্পষ্ট মিষ্ট উচ্চস্বরে ভাব প্রেম রসাক্ষরে
একসাথে হইল মিলিত।
কীর্তন শ্রবণ করি প্রেমেতে হুঙ্কার করি
শ্রীরাধারমণ হইলা মূর্চ্ছিত।।
(শ্রী) রাধারমণ সনে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনে
প্রভু মোর সুখে কাল যাপে।
তাঁর পাশে শিখে কত মহাজনী শিক্ষা যত
ঘুচাইতে কলির প্রতাপে।।
শ্রীরাধারমণ প্রাণ বৈষ্ণবে মর্যাদা দান
গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, শ্রীনাম।
কিম্বা শ্রীমহাপ্রসাদ শাস্ত্রে নাই ভেদাভেদ
ইথে প্রভু সদা সাবধান।।
প্রভু মোর বাল্য হইতে সদাচারি বিধিমতে
বর্ণে বর্ণে যাজন করিলা।
শ্রীরাধারমণ দেখি হইলা পরম সুখী
হৃদে ধরি গৌর মন্ত্র দিলা।।
নিতাই-গৌর-মন্ত্র কর্ণে দিল
প্রভু শ্রীরাধারমণ ঐ
সর্ব-অবতার সার (সেই) ঐ
প্রাণপ্রিয় রামদাসে ঐ
দেখি তার গুরুভক্তি দিলা তারে সর্বশক্তি
কলিজীব উদ্ধার লাগিয়া।

খোল করতাল লয়ে অদোষদরশী হয়ে
নাম দিতে যাচিয়া যাচিয়া।।
শ্রীরাধারমণ সনে মিলিয়া তাঁহার গণে
প্রভু মোর বহু তীর্থে গেলা।
যাঁহা যান তাঁহা নাম সবার পুরয়ে কাম
তাঁহা হয় প্রেমানন্দ খেলা।।
শ্রীরাধারমণ একদিনে ডাকি প্রাণপ্রিয় রামে
হাতে দিয়া নিজ করতাল।
কহিলা ব্যাকুল স্বরে বিলাইতে ঘরে ঘরে
নিতাই গৌর নাম সর্বকাল।।
প্রভু সে কম্পিত করে করতাল শিরে ধরে
(বলে) কেন মোরে করতাল দিবা।
কাঁদি বলে ফুকারিয়া এই গুরু ভার দিয়া
ফেলি মোরে কোথায় চলিবা।।
তেঁহ কহে প্রাণের রামা কোথাও ত যাইব না
নাম সেবা ছাড়ি কোথা যাব।
নামের ভার তোমারে সেবা ভার ললিতারে
দিয়া আমি বড় সুখ পাব।।
শ্রীগুরুদেবের অদর্শনে বড়ই ব্যথিত মনে
শ্রীগুরুদত্ত করতাল হাতে।
সঙ্গীগণ সাথে লয়ে নামের কাঙ্গাল হয়ে
প্রভু মোর সংকীর্তনে মাতে।।
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম
দশদিকে উঠে উচ্চধ্বনি।

নয়নে প্রেমার বৃষ্টি কোন দিকে নাহি দৃষ্টি
চলে মোর প্রভু গুণমণি।।
কণ্ঠস্বর পশি কানে সবাকার প্রাণ টানে
আইসে লোক কাতারে কাতারে।
হয় লোকে লোকারণ্য সবে ভাবে আমি ধন্য
ভাসে সবে প্রেমের পাথারে।।
সুধাসিন্ধু মথি কত পিক-কণ্ঠ শত শত
বিধি বুঝি সে কণ্ঠ গড়িলা।
শুনি সেই কণ্ঠস্বর আ মরি কি মনোহর
জগজন পাগল করিলা।।
যে শুনেছে সেই তো জানে
সে সুমধুর কণ্ঠস্বর ঐ
সে যে বলি বোঝাবার নয় ঐ
সে গুমরে গুমরে কাঁদছে
আর কি শুনতে পাব বলে ঐ (মাতন)
সে সুর যে শুনেছে চিরতরে তোলা আছে
তার কানে প্রাণে মর্মস্থানে।
না শুনিলে আরবার জীবন ধারণ ভার
কিছুতেই প্রাণ নাহি মানে।।
(বলে) আর কি শুনিতে পাব হে
সে মধুর কণ্ঠস্বর ঐ (মাতন)
ভারতের অভ্যন্তরে বহু দেশ দেশান্তরে
প্রভু মোর করিলা ভ্রমণ।

নিতাই গৌর গুণগানে অবিচারে প্রেমদানে
মাতাইলা অগণিত জন।।
কলির পীড়ন যত ত্রিতাপের জ্বালা তত
বদ্ধজীব স্থির কভু নয়।
হেন জীবে কেবা রাখে হা নিতাই বলে ডাকে
ব্যাকুল হয়ে ডাকে রে
কলি জীবের দুঃখে দুঃখী হয়ে ঐ
হা নিতাই দয়া কর বলে ঐ (মাতন)
(যেন) দু নয়নে সুরধুনী বয়।।
লক্ষ লক্ষ নর নারী দেহ গেহ সুখ ছাড়ি
সে রাতুল চরণে বিকাইল।
শ্রীগুরু হিয়ায় ধরে তাঁর আজ্ঞা পালিবারে
যারে তারে অঙ্গীকার কৈল।।
রাজা মহারাজা হতে ভিখারী যে ঘোরে পথে
শিষ্য তাঁর লক্ষ লক্ষ জন।
আজ্ঞা বাহি দাস আমি প্রভু এই মর্ম জানি
বলে গুরু শ্রীরাধারমণ।।
(বলে আমি) করি কেবল আজ্ঞাপালন
আমি তো কারো গুরু নই ঐ
গুরু শ্রীরাধারমণ ঐ (মাতন)
কি আদর্শ উপদেষ্টা নীরব যাজন নিষ্ঠা
কারে কিছু মুখে নাহি বলে।
সুবুদ্ধি ধরয়ে যে, সে শিক্ষা লইবে সে
অনুসরি জন্ম ধন্য করে।।

ভজনের রীতি তাঁর শুনিবারে চমৎকার
সে নিয়ম পাষাণের রেখা।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন (দাস) রঘুনাথ প্রাণধন
তা সবারে বুকে ধরে শেখা।।
শ্রীবৃন্দাবন নীলাচলে নদীয়া গৌড়মণ্ডলে
শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে লীলা কৈলা।
প্রভু নিজগণ সনে ভাবাবেশে সংকীর্তনে
সেই সব প্রকট করিলা।।
সেইকালে সেইখানে যায়
যে কালে যে স্থানে যে লীলা হয় ঐ
প্রাণগৌর আর গৌরগণের—
যে কালে যে স্থানে যে লীলা হয় ঐ
প্রিয়গণ সঙ্গে লয়ে ঐ
ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে
প্রাণগৌর দেখা দাও বলে ঐ (মাতন)
প্রভু সনাতন রূপ শ্রীজীব শ্রীভট্টযুগ
গোঁসাই শ্রী রঘুনাথ দাস।
(শ্রী) ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ শ্রীল হরিদাস সাথ
কৃপাকণা মাগে সবা পাশ।।
তাদের সমাধি স্থানে কৈলা আর্তি সংকীর্তনে
প্রভু মোর কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
সেই আর্তি শুনিল যেই দ্রবীভূত হইল সেই
পাষাণও সেহ যায় গলিয়া।।

ব্যাকুল হয়ে কাঁদেরে
গোস্বামীগণ সমাধিতে গিয়ে ঐ
গৌরগণের কথা সঙরিয়া ঐ
একবার দেখা দাও বলে ঐ (মাতন)
সেবা ত্রুটি কোন স্থানে শুনি ব্যথা পেয়ে প্রাণে
প্রভু মোর সেই স্থানে গিয়া।
উপায় না হলে তাঁর মাগি সেই সেবাভার
লইতেন মাথায় করিয়া।।
শ্রীনবদ্বীপে অনুরাগে শ্রীরাধারমণ বাগে
গুরুসেবা করিয়া স্থাপন।
সে হেন প্রেমের সেবা পরিপাটি দেখে যেবা
প্রেমানন্দে ভরে তার মন।।
পুরীধামে ঝাঁজপিটাতে হরিদাস সমাধিতে
কটকাদি বহু বহু স্থানে।
প্রেম সেবা করি স্থিতি প্রভু মোর যথারীতি
আপনারে ধন্য করি মানে।।
গোস্বামী সন্তানগণে সাক্ষাৎ বিগ্রহ জ্ঞানে
কি সে ভাব প্রভুর আমার।
কত যে মর্যাদা দিলা কিরূপে সেবা করিলা
ভাষা নাই তাহা বোঝাবার।।
আচরণ করে দেখাইলেন
প্রভু সন্তান গণের কি মর্যাদা ঐ
যেন মনে আসে না
প্রভুগণে সামান্য মনুষ্যজ্ঞান ঐ (মাতন)

সাধু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভক্ত অভক্ত জন
সবাকারে নিজ জন জ্ঞানে।
তৃণাদপি মূর্তিমান (আমার) প্রাণারাম প্রভুরাম
কৈলা সেবা বিবিধ বিধানে।।
শ্রীগুরুর তিরোভাবে আরো বহু মহোৎসবে
ভিক্ষা করে গিয়া দ্বারে দ্বারে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে
কাঙ্গাল বেশে কেঁদে কেঁদে ঐ
দে রে আমার ভিক্ষা দে রে
এসেছে কাঙ্গাল তোদের দ্বারে
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে ঐ
নাম ভিক্ষা দে রে মোরে
জীবের দ্বারে কেঁদে বলে ঐ
আঁচল পেতে ভিক্ষা করে
নিতাই গৌর নাম শুনায়ে ঐ
সেবি কত কত জনে কত সুখ পাইল মনে
দেখেছে যে জানে সেই তারে।।
অন্ধ খঞ্জ রুগ্ন যত সেবা যত্ন পায় কত
শ্রীরাধারমণ সেবাশ্রমে।
প্রভু মোর প্রেমধাম সর্বজীবে অবিরাম
কৈলা সেবা সারাটি জনমে।।
কলিকাতা বাস তরে শ্রীগুরু আদেশ করে
প্রচারিতে নাম সংকীর্তন।

গুরুগত প্রাণ লয়ে গুরু বলে বলী হয়ে
সে আদেশ করিলা পালন।।
জীবের কল্যাণ তরে বিলাইব আপনারে
বাল্যে প্রভু করেছিলা পণ।
সারাটি জীবন ধরি সেই পণ পূর্ণ করি
ব্যাকুল হয়ে কেঁদে বলে
কলিজীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ঐ
ওরে ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি
ভজ প্রাণের নিতাই গৌরহরি ঐ
ভজ প্রাণের নিতাই ভজ
পাপ তাপের বোঝা আমায় দিয়ে ঐ
তোদের পাপ তাপ নিয়ে নরকে যাব
নরকে গিয়ে নাচব
(কলিজীব) আমার নিতাই ভজেছে বলে ঐ (মাতন)
যাই রে করুণার বলিহারি
আমার প্রভু রাম গুণমণির ঐ
এমন দয়াল আর কে আছে
কলিজীবের দুঃখে দুঃখী ঐ
এমন করে ভজাইতে ঐ (মাতন)
শেষেও তা রাখিল স্মরণ।।
বৃন্দাবনে নাহি গেলা নীলাচলে না রহিলা
নবদ্বীপে করিলা প্রণাম।
আচার্য শ্রীভাগবত তাঁরে করি দণ্ডবত
তাঁর পাটে কৈলা পূর্ণ কাম।।
নরহরি সূচক দিনে কি যে আর্তি তাঁর মনে
যে দেখেছে আপন নয়নে।

শিরে করাঘাত করি　　কাঁদয়ে প্রভু ফুকারি
সম্বোধিয়া শ্রীগৌরাঙ্গগণে।।
কহিতে তাদের নাম　　বিগলিত হয় প্রাণ
কহে প্রভু আপনা ধিক্কারি।
আমার মুখ দেখবে যে　　আমার মত হবে সে
সে আর্তিতে আইল কৃপাবারি।।
সে দিনের সংকীর্তনে　　কি জানি কি ভাব মনে
নিগূঢ় রহস্য প্রকাশিলা।
যা গোপনে রেখেছিলেন এতদিন
ভাবাবেশে বলে দিলেন
আপনার রহস্য　　ঐ
নাম আর নামদাতা　　ভিন্ন নহে এই কথা
বারে বারে ফুকারি কইলা।।
যেন ভেদ কোরো না
নাম আর নামদাতা　　ঐ
নাম কর প্রাণপণে
নামদাতা নাম এক জেনে　　ঐ (মাতন)
শ্রীরাধারমণ গুণধাম　　নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
প্রেমের ভজন জানাইতে।
তাঁর কিবা পরকাশ　　শ্রীললিতা রামদাস
দুটি ফুল একই বৃন্তেতে।।
নিতাই গৌরাঙ্গ ভজন　　কিবা তার আচরণ
জানাইল কায়-বাক্য মনে।

রাধাশ্যাম কৈছে মিলে　　রাধাদাসী কারে বলে
গোপীভাবে ভজন কেমনে।।
জানাইতে জগজনে　　শ্রীললিতা দাসী ধনে
শ্রীরাধারমণ দিয়াছিল।
ফাঁকি দিয়া মো সবারে　　তার প্রিয় ললিতারে
চিরতরে হরিয়া লইল।।
সপ্তবর্ষ গত হল　　একটি তো লুকাইল
অপরটি রহে মন দুঃখে।
সাধিতে সে গুরুকার্য　　করণীয় করি ধার্য
দিন যাপে গুরু বলি মুখে।।
দিবানিশি জ্বলে হিয়া
দিদির সঙ্গ হারাইয়া　　ঐ
তেরশত ষাট সনে　　কৃষ্ণ পক্ষ শুক্রবার দিনে
চতুর্দশী নিশি ভয়ংকর।
সেই ভয়ংকর নিশি এল
হরে নিতে প্রভুরাম শশী　　ঐ (মাতন)
ললিতা প্রয়াণ তিথি　　উপজিল তার স্মৃতি
প্রভু ভেল বিরহে কাতর।।
অমনি বিরহ জেগে উঠল
দিদির কথা সঙরিয়ে　　ঐ
প্রভু মোর সুস্থকায়　　ব্যাধি লেশ নাহি তায়
নিয়মিত সাধন ভজন।
স্মরণ মনন যত　　তার প্রিয় নিত্য কৃত্য
যথারীতি কৈল সমাপন।।

সন্ধ্যা আরতি হেরি　　নিতাই গৌর প্রাণ ভরি
আনন্দে করিলা দরশন।
নিত্য নিশাকৃত্য সারি　　মহাপ্রসাদ অঙ্গিকরি
নিজ শয্যায় করিলা শয়ন।।
রাত্রি দুই ঘটিকা কালে　　জাগি প্রভু ডাকি বলে
অন্তরঙ্গ সেবকে আপনে।
শ্রীললিতা দিদি মোরে　　ডাকিতেছে যাইবারে
শ্রীরাধারমণ সন্নিধানে।।
বিলম্ব নাহিক জেন　　ত্বরায় ঠাকুর আন
আন মোর শ্রীরাধারমণ।
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম　　হরে কৃষ্ণ হরে রাম
কর সবে নাম সংকীর্তন।।
মোরে দাও রজে বসাইয়া
তোমরা নাম কর সবে মিলিয়া　　ঐ
(এই বলে) নাম ধরলেন নিজ মুখে
সে তো নাম করা নয়
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম নাম　　ঐ
যেন নামের সম্পুট কৈল
আপনাকে লুকাবার তরে　　ঐ
ঐ নামের মধ্যে লুকাল
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম　　ঐ (মাতন)
আজীবন সাধ্য নাম　　নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
প্রভু মোর গায় সিদ্ধিকালে।

সেহ গণ তার সনে　　গায় ব্যাকুলিত প্রাণে
ব্যাকুল কৈল সবার প্রাণ
সেই নামের ধ্বনি তখন　　ঐ
ভাসে সবে নয়নের জলে।।
অশনি নিনাদ স্বরে　　আর্তি কৈলা বারে বারে
'সব গেল, সব গেল' বাণী।
শুনি সে কণ্ঠের স্বর　　সবে কাঁপে থর থর
অমঙ্গল মনে অনুমানি।।
সেবক ব্যাকুল প্রাণে　　নিতাই গৌরাঙ্গ সনে
আনিলেন শ্রীরাধারমণ।
চিত্রপট রূপ ধরি　　নিতাই গৌরাঙ্গ হরি
যাঁর সেবা কৈলা আজীবন।।
প্রভু নিতাই প্রাণ গোরা　　দুঁহু পঁহু বুকে ধরা
হৃদে ধরে শ্রীরাধারমণ।।
বুকে ধরে কাঁদে রে
যেন সাক্ষাৎ ভোগ করে
চিত্রপট নয় যেন　　ঐ
নিতাই গৌর রাধারমণ　　ঐ
তা হেরি ব্যাকুল মন　　যতেক সেবকগণ
করে সবে উচ্চ সংকীর্তন।।
চিত্ররূপে সে ললিতা　　আসি হইলা উপনীতা
হেরি প্রভুর মহাসুখোদয়।

প্রাণে প্রাণে এই তো বলে

(ললিতা) দিদির চিত্রপট দরশনে ঐ

প্রাণ রাধারমণ মিলাইতে ঐ (মাতন)

প্রণমিয়া নতশিরে উল্লসিত অন্তরে

বলে প্রভু দিদি জয় জয়।।

গুরুগতপ্রাণ দিদি যাহারে করিলা বিধি

গুরুসেবার মূরতি করিয়া।

তাহে হলে রতিমতি হয় সর্বোত্তমা গতি

প্রভু মোর দিলা জানাইয়া।।

তাই জয় জয় রাধারমণ (আর) দিদি দিদি ঘনে ঘন

কত অনুরাগে উচ্চারিলা।

পূর্বে যথা শ্রীনরোত্তম শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গ পুনঃ

আর্ত হয়ে প্রার্থনা করিলা।।

সেই সংকীর্তন মাঝ মৌন ভেল মহারাজ

হৃদে ধরি শ্রীগুরুচরণ।।

নাম করে ছাড়ল পরাণ

আজীবন সাধা নাম (সেই) ঐ

নিতাই-গৌর রাধে শ্যাম ঐ

নামের সঙ্গে লুকাইল

নামের স্বরূপ রাম ঐ (মাতন)

প্রভু মোর স্থির চিতে বৈসে চির সেবাব্রতে

গুরু আজ্ঞা করিতে পালন।।

মোরা অতি অভাগিয়া না জুড়ানু তপ্ত হিয়া

কায়মনে সে পদ সেবিয়া।

বিদারিয়া যায় বুক স্মরিতে সে চাঁদ মুখ

এবে কাঁদি অনাথ হইয়া।।

নবদ্বীপ বৃন্দাবনে আর নীলাচল ধামে

দেশে দেশে তোমার বিহনে।

কাঁদে সবে ব্যাকুল হইয়া ধরণীতে লুটাইয়া

বলে আর না পাব তোমা ধনে।।

রাধারমণ উৎসবেতে দাঁড়াইয়া সমাধিতে

(কেঁদে) কীর্তনে বলেছিলে তুমি।

যদি আমায় নিতে চাও আগে সবাকারে নাও

(এক) বাকী থাকিতে নাহি যাব আমি।।

হা রাধারমণ কি করিলে হেন ধনে হরি নিলে

(পথের) কাঙ্গাল করি মো সবারে।

কার বলে বলী হব কার গুণে গুণী হব

কে দুঃখ দেখে করিবে আদরে।।

তোমা সঙ্গ হারাইয়া (এখনও) প্রাণ আছে রহিয়া

ধিক ধিক নিলাজ পরাণে।

(তোমার) সঙ্গে কেন নাহি গেল তবে তো হইত ভাল

থাকিতাম ও রাঙ্গা চরণে।।

তুমি তো সকলই জান আমাদের পরাণ

রিপু পরবশ অনুক্ষণ।

তবে ছলনা না করিয়া দিদি সহ দেখা দিয়া

সবাকার জুড়াও পরাণ।।

জুড়াও এই তপ্ত হিয়া

দিদি সহ দেখা দিয়া ঐ (মাতন)

আক্ষেপ ঃ—

জয় জয় প্রভু মোর গুণের আধার।
হেন প্রভু কোথা গেল করিয়া আঁধার।।

কোথা বা লুকালে

আমাদের কাল কলির কবলে ফেলে ঐ

আমাদের কার কাছে রেখে গেলে

জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো ঐ

আর মোদের কেবা আছে

দয়াল প্রভু তোমা বিনে ঐ (মাতন)

রাতুল চরণ দুটি নাটুয়া চলন।
চাঁদমুখে মৃদু হাসি অমিয়া বচন।

আর কি শুনতে পাব হে

সে অমিয়া মাখানো কথা ঐ

আর কি পাব না মোরা দেখিতে শুনিতে।
সেই শ্রীচরণ কি গো পাব না সেবিতে।।
আর কি হবে না ওগো সেই সংকীর্তন।
আর কি হবে না সেই মধুর নর্তন।।

(মোরা) আর কি শুনতে পাব না

তোমার মুখে নিতাই গৌর কথা ঐ

সে মধুর সংকীর্তন ঐ

কার কি করিনু মোরা কে বাদ সাধিল
মোদের গুণের নিধি কেবা হরে নিল

হায় বিধি কি করিলি

মোদের প্রাণপ্রভু হরে নিলি ঐ

আগে যদি বুঝিতাম কেহ নেবে হরে।
লক্ষ লক্ষ হিয়া মাঝে লুকাতাম তারে।।
কেহ যদি গায় গুণ জনম ধরিয়া।
তাহার গুণের শেষ হবে না বলিয়া।

কতই গুণের প্রভুরে

যে দেখেছে সেই জানে ঐ

কোথা গেলে পাব হে

বল বল প্রভু তোমার দরশন ঐ

কিবা করি কোথা যাই কারে বা শুধাই।
মোদের সে গুণমণি কোথা গেলে পাই।।
পাষাণে কুটিলে মাথা অনলে পশিলে।
বল না গো বারেক কি দরশন মিলে।।
ত্রিতাপে তাপিত হয়ে কোথা ছুটে যাব।
কার মুখ নেহারি সে জ্বালা বা জুড়াব।।

নিশি দিশি জ্বলে হিয়া

তোমার সুখময় সঙ্গ হারাইয়া ঐ

মলিন মুখ দেখে কেবা দুঃখ বেছে লবে।
সস্নেহে বসায়ে কাছে কেবা কথা কবে।।

কে বুঝিবে প্রাণের ব্যথা

এ-জগমাঝে আর কেবা ঐ

প্রাণ প্রভু তোমা বিনা ঐ (মাতন)

একাধারে পিতৃমাতৃ স্নেহরস দিয়া।
কে আর করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া।।
খুঁজিয়া দেখেছি প্রভু এ-সারা সংসার।
তোমা বিনা অভাগার কেহ নাহি আর।।
কুসুম হাতেও তুমি কোমল যে প্রভু।
কঠিনতা তোমাতে যে দেখি নাই কভু।।
তবে কেন অকরুণ হয়ে অকস্মাৎ।
লক্ষ লক্ষ বক্ষে তুমি করিলে আঘাত।।

কেন তুমি এমন হলে

তুমি যে কারো দুঃখ দেখতে নার ঐ
কঠিন স্বভাব নয়তো তোমার ঐ

না জানি যে গূঢ় কোন উদ্দেশ্য সাধিতে।
ফাঁকি দিয়া লুকাইলে গভীর নিশীথে।।
বলে দাও চিতচোরা মোরা কোথা যাব।
কোথা গিয়ে অদর্শন জ্বালা বা জুড়াব।।

নিশি দিশি জ্বলে হিয়া

প্রভু তোমা হারাইয়া ঐ
প্রাণ জুড়াইব কোথা গিয়া ঐ

শ্রীগুরু বিরহে তুমি কাঁদিতে যখন।
তখন বুঝিনি তব বেদন কেমন।।
"দাঁড়াইবার স্থান নাই" যখন বলিতে
"কেউ নাই" বলি যবে ফুকারি কাঁদিতে।।

মোরা কাঁদিতাম শুধু কাঁদা মুখ চাহি।
সে দশা মোদেরও হবে কভু ভাবি নাহি।।

অনুভব তো ছিল না

তোমার গরবে বুক ভরা তখন ঐ
কেউ নাই দাঁড়াব কোথায় বলে ঐ

স্বপনেও তো ভাবি নাই

এমন দশা হবে বলে ঐ
তুমি ছেড়ে যাবে বলে ঐ (মাতন)

নরহরি ঠাকুরের সূচক কীর্তন।
করেই কি কৈলে প্রভু ব্রত উদ্‌যাপন।।
ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া অচিরে আসিবে।
সেই দিনে সেই কীর্তন কে বল করিবে।।

কে করিবে সূচক কীর্তন

নবদ্বীপে ফাল্গুনী দ্বিতীয়াতে ঐ
শ্রীরাধারমণ দেবের তিরোভাবে ঐ

জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে পানিহাটী গ্রামে।
দণ্ড মহোৎসবে আর গৌর আগমনে।।
শত শত নরনারী আসিয়া মিলিবে।
কে সেই লীলা সংকীর্তনে প্রকট করিবে।।
রথযাত্রায় রাঘবের ঝালি সাজাইয়া।
বল প্রভু কেবা যাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
ভক্ত সম্মিলন আর ঝালি সমর্পণ।
গুণ্ডিচা মার্জন লীলা রথাগ্রে নর্তন।।

সংকীর্তনে অশ্রুধারে ভেসে ভাসাইয়া।
কে সেই লীলা তুলিবে গো প্রকট করিয়া।।
হরিদাস নির্যাণ কে কীর্তন করিবে।
(গৌরের) ভকতবাৎসল্যলীলা কেবা প্রকাশিবে।।
গোস্বামীগণের যত সূচক কীর্তন।
কে করিবে করি অত অশ্রু বরিষণ।।
তুমি যদি সংকীর্তন ব্রত উদ্‌যাপিবে।
কার দ্বারা বল প্রভু এ কার্য সাধিবে।।
দৈববশে সিন্ধু বারি, বারিশূন্য হয়।
কূপ জল দ্বারে তাহা কেমনে পূরয়।।
দৈবাৎ হিমাদ্রি হলে ভূতলে পতন।
আনরূপে বল তার হয় কি গঠন।।
জানিনা কে মহাজন আছেন ধরাতে।
তোমার অভাব যিনি পারেন পুরাতে।।
বৈষ্ণবজগৎ আজ হারাল রতন।
হায় হায় করে শুনি তোমা অদর্শন।
গোলোকের ধন লয়ে ভূলোকে আসিলে।
অহৈতুকী কৃপা বশে মোদের হইলে।।
বুঝিনি হইনি হায় মনের মতন।
হেলায় হারানু তাই অমূল্য রতন।।
অবাধ্য আমরা "নাম" করি নাই বলে।
অভিমান করে কি গো তুমি গেলে চলে।।

ফিরে এস মোরা এবে সুবাধ্য হইব।
যখনই যা আদেশিবে তখনই করিব।।
ক্ষমা কর বলিতে গো লজ্জা প্রাণে জাগে।
কতবার ক্ষমিয়াছ কৃপা করি আগে।।

সঙরিলে প্রাণ কেঁদে ওঠে

তোমার করুণার কথা ঐ
আমার অপরাধের কথা ঐ

কতবার ক্ষমা করেছ

কত শত অপরাধ ঐ
ক্ষমা কর বলিতে ভয় লাগে

এই শেষবার প্রভু ক্ষম নিজগুণে।
চরম বিহিত কর এইবার শুনে।।
এস প্রভু গুণমণি সরবস্ব ধন।
এস গো দয়াল প্রভু নয়নরঞ্জন।
একবার দেখা দাও হিয়ার মাণিক।
সে চাঁদবদন হেরে জুড়াই খানিক।।

আজ একবার দেখা দাও

সব অপরাধ ক্ষমা করে ঐ

বহুদিন তো দেখি নাই

তোমার চিতচোরা মূরতিখানি ঐ
নিতাই গৌর বলা বদনখানি ঐ
আঁখি জলে ভরা বদনখানি ঐ

জুড়াও মোদের হিয়া

একবার দেখা দিয়া ঐ (মাতন)

কেমনে এমন হল সদা ভাবি তাই।

তুমি যে লুকাতে পার কভু ভাবি নাই।।

কেমন করে সইছ বল

আমাদের এ দুরদশা ঐ

তাই বুঝি লুকায়েছ

তোমার আজ্ঞা পালন করিনি বলে ঐ

মোরা হয়েছি তোমার অবাধ্য বলে ঐ

তা তুমি কি জান না

আমাদের স্বভাবের কথা ঐ

তুমি তো জেনে শুনে করেছ গ্রহণ

অপরাধী স্বতন্তরী বলে ঐ

অভিমানের খনি বলে ঐ

কপটতার মূরতি বলে ঐ

তোমার সেবার অযোগ্য বলে ঐ

তবে কেন কর ছলনা

দিয়ে মায়ার খেলনা ঐ

তেমনি করে কোলে নাও

সব অপরাধ ক্ষমা করে ঐ

অভাব ঘুচায়ে স্বভাব দিয়ে ঐ

শকতি সঞ্চার কর

তোমার আজ্ঞা পালনের ঐ

যেন আজ্ঞা পালন করতে পারি

কখনও না হই স্বতন্তরী ঐ

যেন নাম করে মরতে পারি

এ-জনমে তো সাধ মিটিল না ঐ

এখন যতদিন বেঁচে থাকি

যেন প্রাণভরে গাইতে পারি

তোমার কৃপাদত্ত নামাবলী ঐ

যেন প্রাণে প্রাণে ভোগ করি

এ-নাম যেখানে তুমিও সেখানে ঐ

যেন নাম করি প্রাণপণে

নামদাতা নাম এক জেনে ঐ (নাতন)

পাগল হয়ে কেঁদে বেড়াই

এই সুমধুর নাম গানে ঐ

যারে দেখি তারে বলি

তোমার বলে বলী হয়ে ঐ

ম্লেচ্ছ যবন নরনারী ঐ

—শ্রীহৃদয়ানন্দ দাস বাবাজী

মহাজনী আক্ষেপ

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর" ইত্যাদি

—o—

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram